রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯/১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯(১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৬ নং আইন

ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের সংশোধন ও আধুনিকীকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের সংশোধন ও আধুনিকীকরণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।—(১) এই আইন ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ০৯ আগস্ট ২০০৭ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **আইনের প্রাধান্য** ।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর থাকিবে।

৩। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "কমিশন" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(খ) "নির্বাচন এলাকা" অর্থ সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকা;

(গ) "নির্বাচিত সংস্থা (Elective body)" অর্থ সংসদ বা কোন স্থানীয় সরকার সংস্থা;

(ঘ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঙ) "ভোটার" অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হইয়াছেন এবং এই আইনের অধীন প্রণীত ও প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন;

(চ) "ভোটার এলাকা" অর্থ পল্লী এলাকার ক্ষেত্রে এক বা একাধিক গ্রাম বা গ্রামের অংশবিশেষ এবং শহর এলাকার ক্ষেত্রে বা একাধিক মহল্লা বা রাস্তা বা অথবা মহল্লা বা রাস্তার অংশবিশেষ;

(ছ) "ভোটার তালিকা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা;

(জ) "যোগ্যতা অর্জনের তারিখ" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংশোধন, পুনঃপরীক্ষিত বা হালনাগাদের ক্ষেত্রে যেই বৎসর উহা এইরূপে প্রণীত, সংশোধিত, পুনঃপরীক্ষিত বা হালনাগাদকৃত হয় সেই বৎসরের জানুয়ারী মাসের পহেলা তারিখ;

(ঝ) "রেজিস্ট্রেশন অফিসার" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন নিযুক্ত কোন রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং রেজিস্ট্রেশন অফিসারের দায়িত্ব পালনরত কোন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার;

(ঞ) "স্থানীয় সরকার সংস্থা" অর্থ কোন ইউনিয়ন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন।

৪। **কমিশনকে সহায়তা প্রদান**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে ইহার চাহিদা মোতাবেক দায়িত্ব পালন ও সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৫। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন**।—(১) বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থার নির্বাচনের জন্য কম্পিউটারভিত্তিক ডাটাবেজ সহযোগে ভোটারগণের নিবন্ধনের পর ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইবে।

(২) ডাটাবেজ তৈরী ও ভোটার তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি এবং উহার ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৬। **রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ইত্যাদি নিয়োগ**।—(১) কমিশন প্রত্যেক ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংশোধন, পুনঃপরীক্ষা এবং হালনাগাদকরণের উদ্দেশ্যে একজন রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিযুক্ত করিবে এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসারও নিযুক্ত করিতে পারিবে; এবং একই ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) কমিশন কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে,—

(ক) কোন সহকারী রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, রেজিষ্ট্রেশন অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া, রেজিষ্ট্রেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন; এবং

(খ) কোন রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, প্রয়োজনে, তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৭। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ**।—(১) কোন ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশন এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে, উক্ত ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন, যাহাতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যিনি, যোগ্যতা অর্জনের তারিখে—

(ক) বাংলাদেশের একজন নাগরিক হন;

(খ) আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক নহেন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত নহেন; এবং

(ঘ) উক্ত ভোটার এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা অধিবাসী বলিয়া গণ্য হন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত খসড়া ভোটার তালিকা, তৎসম্পর্কে দাবী এবং আপত্তি আহ্বানকারী একটি নোটিশসহ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হইবে।

(৩) রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, খসড়া ভোটার তালিকায় এইরূপ সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধন করিবেন যাহা কোন দাবী বা আপত্তির উপর সিদ্ধান্তের ফলে প্রয়োজনীয় হইতে পারে বা কোন লিখন, মুদ্রণ বা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবশ্যক হইতে পারে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধন, যদি থাকে, করিবার পর রেজিষ্ট্রেশন অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোন ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকাসমূহ উক্ত ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোটার তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৬) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রক্ষিত হইবে এবং জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, এবং কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উহার কপির জন্য আবেদন করিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাকে উহা সরবরাহ করা হইবে।

(৭) ভোটার তালিকা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনের ওয়েব সাইটে সর্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং হালনাগাদকৃত তালিকা দ্বারা উহা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৮) কোন ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় বা ইহার খসড়ায় কোন স্পষ্ট ত্রুটি বা অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে কমিশন অনুরূপ তালিকা বা খসড়া বাতিলপূর্বক উক্ত ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৯) কমিশন বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থার নির্বাচনের জন্য, প্রয়োজন মনে করিলে, ভোটার তালিকা পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

৮। **অধিবাসী অর্থ**।—(১) অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত বিধান ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি সচরাচর যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করেন কিংবা যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ী ভোগ দখল করেন কিংবা বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন তিনি উক্ত নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ীর দখল থাকিলে কিংবা বসতবাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থাকিলে, ঐ ব্যক্তিকে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, যে কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীরত থাকিলে বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি, যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় চাকুরীসূত্রে সচরাচর বসবাস করেন সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি অনুরূপ চাকুরীরত না থাকিলে বা অনুরূপ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে যে ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী থাকিতেন সেই এলাকার অধিবাসী হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী তাহারা যদি সচরাচর অনুরূপ ব্যক্তির সহিত বসবাস করেন তাহা হইলে তাহারা অনুরূপ ব্যক্তি যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন জেলাখানায় বা অন্য কোন আইনগত হেফাজতে আটক থাকিলে, তিনি এইভাবে আটক না থাকিলে যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী থাকিতেন, সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৯। **তালিকাভুক্তির উপর বাধা নিষেধ**।—কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় একাধিকবার; বা

(খ) একাধিক ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায়;

তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন না।

১০। **ভোটার তালিকা সংশোধন**।—বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থার নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কাল ব্যতিরেকে, অন্য যে কোন সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজন অনুসারে নিম্নোক্তভাবে সংযোজন ও বিয়োজনপূর্বক ভোটার তালিকা সংশোধন করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) উক্ত তালিকায় এমন কোন যোগ্য ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করা, যাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, বা যিনি ইহা প্রণয়নের পর বা ইহার সর্বশেষ পুনঃপরীক্ষার পর অনুরূপ উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছেন; বা

(খ) উক্ত তালিকাভুক্ত যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা যিনি অনুরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার সময় অযোগ্য ছিলেন বা অযোগ্য হইয়াছেন তাহার নাম কর্তন করা; বা

(গ) যিনি বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে নূতন ভোটার এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী হইয়াছেন, পূর্বের ভোটার এলাকার বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচনীর এলাকা তালিকা হইতে তাহার নাম কর্তনপূর্বক নূতন নির্বাচনী এলাকায় বা, ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা; বা

(ঘ) ইহাতে কোন অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন বা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা।

১১। **ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ**।—(১) কম্পিউটার ডাটাবেজ সংরক্ষিত বিদ্যমান সকল ভোটার তালিকা, প্রতি বৎসর ২ জানুয়ারী হইতে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিম্নরূপে হালনাগাদ করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) পূর্বের বৎসরের ২ জানুয়ারী হইতে যিনি ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার কারণে ভোটার হইবার যোগ্য হইয়াছেন অথবা যোগ্য ছিলেন, কিন্তু ধারা ১০ এর অধীন তালিকাভুক্ত হন নাই, তাহাকে ভোটার তালিকাভুক্ত করা;

(খ) উক্ত সময়কালে যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিংবা তালিকাভুক্ত হইবার অযোগ্য ছিলেন কিংবা হইয়াছেন, তাহার নাম কর্তন করা; এবং

(গ) যিনি বিদ্যমান নির্বাচনী এলাকা বা ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকা হইতে অন্য নির্বাচনী এলাকায় বা ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকায় আবাসস্থল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহার নাম পূর্বের এলাকার ভোটার তালিকা হইতে কর্তন করিয়া স্থানান্তরিত এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ভোটার তালিকা পূর্বোল্লিখিতভাবে হালনাগাদ না করা হয়, তাহা হইলে উহার বৈধতা বা ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন যে কোন সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোন ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য, তৎবিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, ভোটার তালিকার বিশেষ পুনঃপরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অনুরূপ কোন নির্দেশ জারীর সময় ঐ ভোটার এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার জন্য বলবৎ ভোটার তালিকা উক্তরূপে নির্দেশিত বিশেষ পুনঃপরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১২। **বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের সুযোগ**।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা উহাদের সংগৃহীত তথ্য কমিশনকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৩। **ভোটার তালিকা হইতে নাম কর্তন**।—ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত আছে এমন কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না থাকিলে বা কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার নাম ভোটার তালিকা হইতে কর্তিত হইয়া যাইবে।

১৪। **ভোটার তালিকার বৈধতা, ইত্যাদি**।—ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির ভুল বর্ণনা বা উক্তরূপে অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী নহে এমন কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তির কারণে কোন ভোটার তালিকা অবৈধ হইবে না।

১৫। **কমিশনের ভোটার তালিকায় কোন নাম অন্তর্ভুক্তকরণ বা উহা বিলোপন, ইত্যাদি ক্ষমতা**।—কমিশন যে কোন সময়—

(ক) কোন ভোটার তালিকায় উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে;

(খ) উহা হইতে মৃত কোন ব্যক্তির নাম বা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবার অযোগ্য বা অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির নাম কর্তন করিতে; এবং

(গ) উহাতে কোন অন্তর্ভুক্তির সংশোধন বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিতে;

আদেশ দিতে পারিবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **আদালতের এখতিয়ার**।—কোন আদালত এই আইনের অধীন প্রণীত ভোটার তালিকার বৈধতা বা তদধীন কমিশন বা রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক বা তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে গৃহীত কোন কার্যধারা বা ব্যবস্থার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারিবে না।

১৮। **মিথ্যা ঘোষণা দেওয়া**।—যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন বা হালনাগাদকরণ সম্পর্কে; বা

(খ) কোন ভোটার তালিকাতে কোন অন্তর্ভুক্তি বা উহা হইতে কোন অন্তর্ভুক্তি কর্তন সম্পর্কে;

এমন কোন লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা প্রদান করেন যাহা মিথ্যা এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। **প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধ**।—যদি কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন বা হালনাগাদকরণ কার্যে কাহাকেও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২০। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ইত্যাদি সম্পর্কে দায়িত্বে অবহেলা**।—(১) যদি কোন রেজিস্ট্রেশন অফিসার, সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার অথবা এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষা, সংশোধন বা হালনাগাদ সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন করিবার জন্য নির্দেশিত কোন ব্যক্তি, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া, দায়িত্বে অবহেলাপূর্বক কোন কাজ বা ইচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দোষী হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কাজ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কোন ক্ষতিপূরণের জন্য অনুরূপ কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

(৩) কোন আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না, যদি না কমিশনের আদেশক্রমে বা উহার অনুমতিক্রমে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়।

২১। **কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা**।—কোন অনিবার্য কারণবশতঃ কোন নির্বাচনী এলাকায় বা, ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকায় ভোটার তালিকা প্রস্তুতাকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত নির্বাচনী এলাকায় বা, ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২২। **Ordinance No. LXI of 1982, এর রহিতকরণ ও হেফাজত** ।—(১) (Electoral Rolls Ordinance, 1982 (Ordinance No. LXI of 1982) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কার্যক্রম অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন, উক্ত কৃত কার্যক্রম অথবা গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সময় এই আইন বলবৎ ছিল।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত** ।—(১) ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

নিতাই পদ দাস (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd